পেট শাসন

ও

ভুঁড়ি অপারেশন

শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস প্রণীত

প্রাপ্তিস্থান—

মহাজাতি সাহিত্য মন্দির

১৬৮/১ সি, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য /০ এক আনা।

পেট-শাসন

কসাইখানায় হচ্ছে জবাই গরু ছাগল মেষ,
যুদ্ধ বেধে আমার দেশে হচ্ছে মানুষ শেষ।
ব্ল্যাক আউটের অন্ধকারে জীবন কালিমাখা,
আশার আলো বাঁচার মত যায় না কিছুই দেখা।
আশায় আশায় মানুষ বাঁচে, ভরসা কিসে পাই ?
খেয়ে দেখ্‌লাম কচুসিদ্ধ শান্তি তাতে নাই।
বেগুন পুড়িয়ে মুলোর সঙ্গে চিবিয়ে খেলাম কত,
থোঁড় ছেকৃচি আলুসিদ্ধ গিলেছি অবিরত।
কুকুরে খাবার বজ্‌বার রুটি দিলাম পেটে ভ'রে,
যন্ত্রণায় মরি পেট কাম্‌ড়ে খাম্‌চে খাম্‌চে ধরে।
ভাতে বাঙালী মাছে বাঙালী জাতটা বেঁচে রয়,
সেই বাঙালীর পেটের উপর দুনিয়ার ঝড় বয়।
টান্ পড়্‌ল দেশের চালে শনির দৃষ্টি ভাতে,
ভেতো বাঙালীর ভাতের মাত্রা কমাতে হ'ল তাতে।
খাদ্য রেশন আইন হ'ল উদর শাসন তরে,
এক পো চালের ভাতের বেশী পায় না থালার পরে।
তিন পো চালের ভাত মেরে যার মেটেনা ক্ষিদের জ্বালা,
নস্যির মত এক পো সেথায় ভস্মে ঘৃত ঢালা।
কত গৃহিণী ভাতের থালা সাজান্ মনের মত,
গল্প যত গিল্‌তে পারে ভাতটাও গেলে তত।

হাতীর মতন গতর বাড়ায় স্বামী শ্বশুরের অন্নে,
তাদের মুখ শুকিয়ে গেল রেশন প্রথার জন্যে।
ঝি চাকররা গতর খাটায় পেটসর্ব্বস্ব জানে,
দেড় সের চালের ভাত তো তারা নুন মাখিয়েই টানে।
কারখানাতে খাট্‌ছে যারা খাটুনি হাড়ভাঙ্গা,
এক পো চালের ভাতে তাদের হয় কি দেহ চাঙ্গা ?
জয়ঢাকের পেট দেখিয়ে পেটুক বেড়ায় ঘুরে,
খেতে বস্‌লে হাঁড়ির ভাত কটাক্ষে যায় উড়ে।
পেট চাপ্‌ড়ে মর্‌ছে তারা খাউন্তে পেটুক শ্রেণী,
রেশন চালের মাত্রা দেখে চক্ষে ঝরে পাণি।
ক্রিয়াবাড়ীতে খানেওয়ালা পাল্লা দিয়ে খেত,
ভোজবাড়ীর মত ধামা ভর্ত্তি সন্দেশ উড়িয়ে দিত।
দইএর হাঁড়ি চুমুক দিয়ে নিশ্বাসে ক'রে শেষ,
রাক্ষুসে পেট ঠাণ্ডা করে' বলতো খেলাম বেশ !
গুতিয়ে খেয়ে কারো পেট ফাট্‌তো ফটাস্ করে,
বস্তি দিত সেলাই করে—খেয়েই বুঝি মরে।
ফুর্ত্তি করে' ইচ্ছামত আর খ্যাটের আয়োজন,
রেশন-অঞ্চলে ক্রিয়া-যজ্ঞে চলবে না এখন।
নিমন্ত্রণ করা চল্‌বে না আর দু'শ পাঁচশ, হাজার,
পঞ্চাশ জনের বেশী খাওয়ানো আইনেতে নেই আর।

অতিথ কুটুম আত্মীয়-জন সব গেরোস্তোর আছে,
খাতির-যত্ন কেমনে হ'বে, ঘেঁষ্‌বে কে আর কাছে ?
শ্বশুরবাড়ী জামাই এল পুঁটলি হাতে ঝোলে,
শাশুড়ী ভাবেন সন্দেশ বাঁধা শালীরা নিয়ে খোলে।
আমোদ করে' শালীরা বলে বেরোও খাজা গজা,
দাদাবাবুর পুঁটুলি-ভরা কতই আছে মজা।
হেসে বলেন জামাইবাবু খাবার আছে বটে,
বেঁধে এনেছি চিঁড়ে মুড়কী ভাত যদি না জোটে।
বরাদ্দ করা রেশন-চাল শ্বশুর মশাই খান,
তাতেও আবার ভাগ বসিয়ে ধরিয়ে দেব টান ?
একেই পেট ভরে না খেয়ে এক পো চালের অন্ন,
অমন ভূঁড়ি শ্বশুর মশার শুকালো কিসের জন্য ?
তাই এনেছি চিঁড়ে মুড়কী পাকা মর্ত্তমান,
ফলার খেয়ে থাক্‌বো দুদিন বাঁচবে তাতে প্রাণ।
শালীরা বলে দাদাবাবুর বুদ্ধি আছে কত,
খাট একখানা ঘাড়ে করে' আন্‌লে ভাল হ'ত।
চিড়ে মুড়কী খেয়ে নিজের খাটের ওপর শুয়ে,
শ্বশুরবাড়ীর কড়ি বরগা গুণে দেখতে চেয়ে।
হায়রে রেশন উদর-পেষণ আইন চলে ভাই,
জামাই আদর করতেও এখন ব্যবস্থা তার নাই।

আরও কত আইন হ'বে দেখবে দুদিন পরে,
জুজুর ভয়ে খাওয়া শোওয়া সবই টাইম ধরে'।
বউ-এর মুখ দেখতে হলেও টাইম বাঁধা রবে,
বংশবৃদ্ধি কমিয়ে চালের খরচ কমাতে হবে।
কত ভিখারী বেড়াতো আগে মুষ্টিভিক্ষা করে',
দশ বাড়ীতে ভর্‌তো থলে খেতো পেট্‌টা ভরে।
আধলা পয়সা দিতেও তখন সবার ছিল মন,
পকেট নাড়া দিলেই বেজে উঠতো ঝন্‌ ঝন্‌।
মেলে না এখন তামার পয়সা দাঁড়ালে ভিক্ষা নিতে,
মনটা যেন কর্‌ কর্‌ করে আধ আনি একটা দিতে।
বরাদ্দ করা রেশন চাল ভিক্ষা কেবা দেবে,
গলাধাক্কা খেয়ে এখন প্রাণটা তাদের যাবে।
উদর শাসন আইন ভাল হ'লরে চমৎকার !
সর্ব্বনেশে যুদ্ধ এমন দেখিনি কভু আর।

ভুঁড়ি অপারেশন

(১)

ডাক্তারবাবু বল্‌লেন—দেখুন, আপনাদের ভুঁড়ি অপারেশন কর্‌তে হ'বে। ব'লেই মস্তবড় একখানা ধারালো চক্‌চকে ছুরী বার করলেন।

আরাম কেদারায় জমিদার মশায় দেহ রক্ষা করে' আরামে প্রকাণ্ড

ভুঁড়িটার ওপর হাত বুলাচ্ছিলেন। চম্‌কে উঠে বল্‌লেন,—য়্যাঁ—ভুঁড়ি অপারেশন করতে হ'বে?

পাশে বিরাট বপু বিশাল ভুঁড়ি জমিদার মশায়ের চতুগুণ হস্তিনী বিশেষ জমিদার গৃহিণী আঁত্‌কে উঠে চোখ কপালে তুলে বল্‌লেন,—বলেন কি? ভুঁড়ি অপারেশন করতে হ'বে কেন?

ডাক্তারবাবু বল্‌লেন,—হাঁ, আপনাদের ভুঁড়ি অপারেশন কর্‌তে হ'বে। এক সের চালের ভাত আর পাবেন না। রেশন আইন অমান্য করে' এই চা'ল অনটনের দিনেও আপনারা আরও ভুঁড়ির শ্রীবৃদ্ধি করে' পর্ব্বত প্রমাণ করে' তুল্‌ছেন, যুদ্ধকার্য্যে তাতে ব্যাঘাত হচ্ছে। আপনাদের ও ভুঁড়ি খানিকটা কমাতে হবে।

জমিদার মশায় বল্‌লেন, সর্ব্বনাশ! এ যে আমাদের বড় সাধের ভুঁড়ি! একটা জমিদারীর আয় ভুঁড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে কত তোয়াজে যত্নে বেড়ে উঠেছে, শ্রীমতী গৃহিণী আবার আমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাঁর ভুঁড়ির আড়ালে আমাকে লুকিয়ে রেখেছেন, সেই আমাদের কত তদ্বিরের ভুঁড়ি দুটোর ওপর নজর দিচ্ছেন কেন ডাক্তারবাবু?

ডাক্তারবাবু বল্‌লেন,—আইনে পাবেন এক পো চালের ভাত—আপনাদের এক সেরা দেড় সেরা পেট ভর্তি কর্‌লে পাঁচজনে যে কষ্ট পায়। বাংলায় কি আর চা'ল আছে?

জমিদার মশায় বললেন, তা বল্‌লে আমাদের ভুঁড়ি শুনবে কেন ডাক্তারবাবু? চোরাবাজারে দেড়া ডবল টাকা দিয়ে চা'ল এনে তবেই তো ভুঁড়ি রক্ষা পেয়েছে। যেমন করেই হোক আমাদের ভুঁড়ি বজায় রাখতেই হবে।

ডাক্তারবাবু বল্‌লেন, সেইজন্যই তো চোরাবাজার বন্ধ হচ্ছে না। চোরাবাজার বন্ধ করবার একমাত্র পথ আপনাদের ভুঁড়ি অপারেশন

করা। আসুন, দিই আপনাদের ভুঁড়ি ছেঁদা করে'। বলেই ডাক্তারবাবু জমিদার মশায়ের ভুঁড়ির ওপর অস্ত্র চালাইবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

জমিদার মশায়ের ভুঁড়ি কাঁপতে লাগল—সভয়ে বললেন, সত্য সত্যই কি অপারেশন করবেন?

জমিদার গৃহিণী আতঙ্কে চোখে হাত চাপা দিয়ে বললেন, আমারও ভুঁড়ি অপারেশন হ'বে না কি?

ডাক্তারবাবু বললেন, নিশ্চয়, বড় বড় ভুঁড়ি সব ছোট করতে হ'বে। নইলে আমরা যদি গভর্ণমেণ্টকে জানিয়ে দিই, প্রত্যেক ভুঁড়ির ওপর ট্যাক্স বসে' যেতে পারে।

জমিদার মশায় লাফিয়ে উঠে বিরাট ভুঁড়ি উত্তোলন করে' বললেন, বসুক ট্যাক্স—গুণবো ট্যাক্স, তবু ভুঁড়িতে কেউ হাত দিতে পারবেন না। যাও গিন্নী, ডাক্তারবাবুর চা জলখাবার নিয়ে এস। বলেই দু'খানা দশ টাকার নোট ডাক্তারবাবুর পকেটে গুঁজে দিলেন।

(২)

ডাক্তারবাবু চলে যাচ্ছেন দেখে পাশের বাড়ীর এক ভাড়াটের স্ত্রী তাঁর পায়ের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ে বললো, ডাক্তারবাবু! আমার স্বামী বুঝি আর বাঁচে না! ডাক্তারবাবু বললেন,—কি হয়েছে?

স্ত্রীলোকটী বললো, অভাবের তাড়নায় নানারকম অখাদ্য খেয়ে কি যে রোগে ধরলো? দয়া করে' যদি দেখেন।

ডাক্তারবাবু বললেন, বত্রিশ টাকা আমার ভিজিট, তুমি গরীব, অর্দ্ধেক দিতে পারবে?

স্ত্রীলোকটী বললো, কোথায় পাবো আমি টাকা! ফলের দানটা পর্য্যন্ত নেই। বলেই ডাক্তারবাবুর পা দুটো জড়িয়ে ধরল।

ডাক্তারবাবু পা টেনে নিয়ে বললেন, রোগী নিয়ে আমার ডাক্তারখানায় যেও। এই বলে মোটরে গিয়ে উঠলেন।

রোগী নিয়ে আর ডাক্তারখানায় যেতে হ'ল না। রোগী মারা গেল। স্ত্রীলোকটী বিধবা হ'ল, কোলে এক বছরের একটী শিশু। ঘরভাড়া দিতে পারে না, বাড়ীওলা বল্লো, ঘর ছেড়ে দাও। স্ত্রীলোকটী বললো, কোথায় যাবো? বাড়ীওলা গরম মেজাজে বললো, রাস্তায়।

এঁদো পচা বাড়ীগুলোরও ডবল ভাড়া আদায় হচ্ছে। কলকাতায় আর লোক ধরে না। বাড়ীওলা একদিন বিপন্না স্ত্রীলোকটীর জিনিষপত্র রাস্তায় ছুড়ে ফেলে দিল। বিধবা রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালো।

রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করে' খায়, রাস্তায় পড়ে থাকে স্ত্রীলোকটী। দুষ্ট লোকে উৎপাত করতে ছাড়ে না। তাও আবার ভুগতে থাকে জ্বরে। যখন জ্বর ছাড়ে ভাত খেতে ইচ্ছা হয়। সপ্তাহে একদিন বা দু'দিন হয়তো কারো কাছে খেতে পায়।

ভিক্ষা করা পয়সা কিছু জমলো। একদিন চাল কিনে দুটো রেঁধে খাবার ইচ্ছা হ'ল। রেশনকার্ড ছিল, সেই কার্ড নিয়ে স্ত্রীলোকটী রেশন দোকানে যাচ্ছিল—শরীরে যেন জোর নেই, বড় রাস্তা পার হ'য়ে যাবে হঠাৎ তার মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করে উঠলো, পৃথিবীটা চোখের সামনে ঘুরে উঠলো, সর্ব্বাঙ্গ যেন অবশ হ'য়ে বড় রাস্তার মাঝখানে সে অচৈতন্য হ'য়ে পড়ে গেল।

তীরবেগে একখানা মোটর গাড়ী ছুটে আসছিল, গাড়ীর চাকা স্ত্রীলোকটীর পেটের ওপর দিয়েই চলে গেল। গাড়ীতে আসছিলেন বিরাট বিরাট ভুঁড়িসমেত সেই জমিদার মশায় ও তাঁর সহধর্ম্মিণী।

স্ত্রীলোকটীর নাড়ী ভুঁড়ি বেরিয়ে গিয়ে তার প্রাণহীন দেহ পড়ে ছিল—শিশুটী ঠিকরে একটু দূরে পড়েছিল, চীৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে তার মায়ের বুকের উপর গিয়ে স্তন ধরে টানাটানি করতে লাগলো।

বড়লোকের ভুঁড়ি ঠিক বজায় থেকে গেল—গরীবের ভুঁড়ি অপারেশন হ'য়ে গেল।

প্রিণ্টার শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক ১৬৮।১ সি, রমেশ দত্ত ষ্ট্রিট,
"সরস্বতী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস" হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।